২ সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান (SOCIOLOGY AND OTHER SOCIAL SCIENCES)

২.১ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব *(SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY)*

সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত পশ্চিমের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন একই সাথে একই বিভাগে করানো হয়। Anthropology শব্দটি Anthropos এবং Logos এই দুটি গ্রীক শব্দের সমাহারে সৃষ্ট। Anthropos কথার অর্থ মানুষ এবং Logos শব্দটির অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নৃতত্ত্বের মানে দাঁড়ায় মানবজাতি সংক্রান্ত জ্ঞান। আদিম মানুষের শরীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব যেমন নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয় তেমনি মানব জাতিতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব এই বিষয়টির দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখা। সামাজিক নৃতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশীলন ও মানব সংস্কৃতির উদ্বর্তনের ইতিহাস আলোচনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, পারিবারিক প্রথা প্রকরণ— এক কথায় সমগ্র জীবনধারার ইতিবৃত্ত হল সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু। আবার সমাজতত্ত্বেরও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক আলোচনা। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয়।

মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি বা জীবনধারার ইতিবৃত্তের আলোচনাসমৃদ্ধ নৃবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির আধুনিক উন্নত পর্যায়ে উত্তরণের একটা ধারাবাহিকতা আছে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের আলোচনা অবান্তর। এই কারণে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অতীতের সামাজিক সংগঠনের কথা বলতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। মানব সমাজের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যাবতীয় বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি নৃবিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ইউরোপ ও

আমেরিকায় সমাজতত্ত্ববিদ্গণ নৃবিজ্ঞানীদের অনুকরণে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রতিষ্ঠানিক উপায়ে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে বহুবিধ সাদৃশ্য ও ভাবগত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত। বস্তুত এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। Keesing তাঁর 'Cultural Anthropology' গ্রন্থে বলেছেন, "But the two academic disciplines have grown up independently and handle quite different types of problems using markedly different research methods."

প্রথমত, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মুখ্য উপজীব্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৃবিজ্ঞানে আদিম অবস্থায় অশিক্ষিত মানুষ সম্পর্কিত অনুশীলন ও গবেষণার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুশীলন ও বিচার-বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বের উপজীব্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত, নৃবিজ্ঞানীগণ সাধারণত তাঁদের আলোচ্য সমাজকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। যেমন সামাজিক নৃতত্ত্বের আলোচনায় সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয় তা একটি গোটা সম্প্রদায় বা দেশের বৃহত্তর পটভূমিতে করা হয়। কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে নির্দিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সমস্যাকেন্দ্রিক আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়। যেমন কেউ হয়তো শিল্পোন্নত অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতার আলোচনায় রত, আবার কেউ হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা বিশ্লেষণে ব্যস্ত।

তৃতীয়ত, নৃতত্ত্ববিদ্দের দৃষ্টি সাধারণত অতীতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ্গণ বর্তমান সমাজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

চতুর্থত, সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার পদ্ধতিও পৃথক। নৃতত্ত্বে অংশগ্রহণমূলক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ্দের গবেষণা মূলত প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভরশীল এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যাদির অভাব হেতু নৃবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অচল। অপরপক্ষে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

পঞ্চমত, উভয় শাস্ত্রের গবেষণা ক্ষেত্রের পরিধির ব্যাপারেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নৃবিজ্ঞানীগণ ছোটো ছোটো স্বয়ং-সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ববিদ্গণ তাঁদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন বলে ব্যাপক ভিত্তিতে সমাজতত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা সম্ভব হয়।

কিন্তু সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে এই পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা, আধুনিক কলা-কৌশল, বৃহত্তর সভ্য মানবগোষ্ঠীর বহুবিধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের চাপে এবং সভ্য সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের আদিম স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন। সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রমশ অভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। আদিম মানুষের ছোটো সম্প্রদায়গুলি সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে নৃবিজ্ঞানের পক্ষে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। নৃতত্ত্বের তখন সমাজতত্ত্বেরই একটি বিশেষ শাখায় পরিণত হবার সম্ভাবনা বেশি।

২ সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান (SOCIOLOGY AND OTHER SOCIAL SCIENCES)

২.১ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব *(SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY)*

সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত পশ্চিমের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের পঠন-পাঠন একই সাথে একই বিভাগে করানো হয়। Anthropology শব্দটি Anthropos এবং Logos এই দুটি গ্রীক শব্দের সমাহারে সৃষ্ট। Anthropos কথার অর্থ মানুষ এবং Logos শব্দটির অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নৃতত্ত্বের মানে দাঁড়ায় মানবজাতি সংক্রান্ত জ্ঞান। আদিম মানুষের শরীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব যেমন নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয় তেমনি মানব জাতিতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব এই বিষয়টির দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখা। সামাজিক নৃতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশীলন ও মানব সংস্কৃতির উদ্বর্তনের ইতিহাস আলোচনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, পারিবারিক প্রথা প্রকরণ— এক কথায় সমগ্র জীবনধারার ইতিবৃত্ত হল সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু। আবার সমাজতত্ত্বেরও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক আলোচনা। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয়।

মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি বা জীবনধারার ইতিবৃত্তের আলোচনাসমৃদ্ধ নৃবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির আধুনিক উন্নত পর্যায়ে উত্তরণের একটা ধারাবাহিকতা আছে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের আলোচনা অবান্তর। এই কারণে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অতীতের সামাজিক সংগঠনের কথা বলতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। মানব সমাজের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যাবতীয় বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি নৃবিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ইউরোপ ও

কিন্তু সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে এই পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা, আধুনিক কলা-কৌশল, বৃহত্তর সভ্য মানবগোষ্ঠীর বহুবিধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের চাপে এবং সভ্য সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের আদিম স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন। সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রমশ অভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। আদিম মানুষের ছোটো সম্প্রদায়গুলি সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে নৃবিজ্ঞানের পক্ষে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। নৃতত্ত্বের তখন সমাজতত্ত্বেরই একটি বিশেষ শাখায় পরিণত হবার সম্ভাবনা বেশি।

২.২ সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব (SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY)

মনোবিদ্যা হল উপলব্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা। মনোবিজ্ঞানীগণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস, অনুভূতি ও অভিপ্রায়, প্রয়াস ও প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক Giddings-এর মতানুসারে মনোবিদ্যা হল মানুষের মন ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সমাজস্থ মানুষের মনোজগতের ক্রিয়াকলাপ মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ধরা পড়ে। সেই সামাজিক মানুষই আবার সমাজতত্ত্বের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর যোগাযোগ থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্ব হল সমাজের আন্তঃমানবিক সম্পর্কসমূহের বিজ্ঞান। মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্ছ্বাস, অভিপ্রায়, জ্ঞান ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ও অনুভূতি অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষের ঐ সমস্ত মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। Mill-এর মতানুসারে মানুষের সবরকম কার্য-কলাপের পটভূমিতে তার মন ক্রিয়াশীল থাকে। সেই জন্য মানুষের মানসিক প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াসমূহ অনুশীলন ও অনুধাবন না করে তার আচার-আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ সার্থক ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। বস্তুত মানব সমাজের অনুশীলন মনোবিদ্যাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আবার মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সময় সমাজতত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। অতএব অধিকাংশ চিন্তাবিদের মতে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। MacIver বলেছেন, "Sociology gives special aid to psychology just as psychology gives special aid to sociology."

অপরপক্ষে Durkheim প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের মতানুসারে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ অনভিপ্রেত। তাঁদের অভিমত হল, মানুষের

যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে সামাজিক কারণ বা বিষয় বর্তমান থাকে। অতএব মানুষের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ অনুধাবনের জন্য সামাজিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। মানুষের সামাজিক আচরণের পিছনে বহুবিধ জৈব, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কারণ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে। এগুলি মনস্তাত্ত্বিক কারণ নয়। সমাজস্থ মানুষের যাবতীয় আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের এলাকা এক নয়।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবসমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানীগণ কেবল তার মানসিক গঠনবিন্যাস বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানীরা মূলত ব্যক্তির উপর দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট সমগ্র সমাজের উপর ব্যাপ্ত থাকে। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় মনোবিদ্‌গণ বিষয়ীগত হেতুসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরপক্ষে সমাজতত্ত্বে বিষয়গত হেতুসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক সম্পর্কসমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত চিন্তা-চেতনার গঠন-বিন্যাস ও আচার-আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ব্যাপারেই মনোবিদ্‌গণের আগ্রহ দেখা যায়। অপরপক্ষে সামাজিক সম্পর্কসমূহই সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের উপজীব্য বিষয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, "...difference between Psycology and Sociology is a difference of focus of interest in social reality itself."

প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের উপজীব্য 'ব্যক্তি' এবং সমাজতত্ত্বের উপজীব্য 'সমাজ'কে কেন্দ্র করেই এই যৌগিক সামাজিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের সামাজিক ভূমিকার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই বিদ্যার বিষয়বস্তু। মানুষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, তার মানসিকতার উপর সমাজের প্রভাব, ব্যক্তিমানুষের সামাজিক আচার-আচরণের প্রকৃতি ও কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রভৃতি বিশ্লেষণই সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই শাস্ত্রে একদিকে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচার-ব্যবহারের উপর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রভাব আলোচনা করা হয়, তেমনি আবার সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের প্রভাবও পর্যালোচনা করা হয়। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্পষ্ট।

২.৩ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস (SOCIOLOGY AND HISTORY)

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস উভয়েরই উপজীব্য বিষয় অনেকাংশে অভিন্ন। ইতিহাস হল মানব সমাজেরই ইতিহাস; আর সমাজতত্ত্ব হল সেই মানব সমাজেরই সামগ্রিক